দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ : 6 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ... ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য চক্রান্তে মেতে উঠেছে একটি স্বার্থান্বেষী মহল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান স্থিতিশীল পরিবেশকে নষ্ট করে কর্তৃপক্ষকে বেকায়দায় ফেলার উদ্দেশে মহলটি প্রশাসনের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণায় নেমেছে। আদ্যোপান্ত মিথ্যা তথ্য দিয়ে সাজানো বেনামী লিফলেট বিলি করে ভিসি, কতিপয় শিক্ষক এবং সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অপপ্রয়াস চালানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ, ২-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ঢাবি'র প্রশাসনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রো-ভিসি প্রফেসর ইউসুফ হায়দার এবং ট্রেজারার প্রফেসর সৈয়দ রাশিদুল হাসানের নেতৃত্বে, সকলের সহযোগিতায় বর্তমান প্রশাসন যখন দক্ষতার সাথে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছে তখনই স্বার্থান্বেষী মহলটি বিভিন্ন অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। বেনামী লিফলেটটির ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে আলোচনার ঝড় উঠেছে। লিফলেটে উল্লেখ করা হয় যে, ভিসি বিভিন্ন হলে বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গকে প্রভোস্ট হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছেন। অথচ বর্তমান ভিসি প্রফেসর ফায়েজের সময়কালে অপরিবর্তিত চারটি হলের মধ্যে শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে প্রভোস্ট নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিয়োগকৃত প্রভোস্ট বিএনপি সমর্থিত বলে সকলের জানা। লিফলেটে উল্লিখিত জামায়াত সমর্থিত প্রভোস্টরা সকলেই লিফলেটের ভাষায় 'মুক্তিযোদ্ধা ভিসি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর' সময়ে নিয়োগ পান। বর্তমান ভিসির আমলে পদোন্নতির যোগ্য এমন কাউকেই বঞ্চিত করার কোন অভিযোগ আসেনি। এছাড়া ভিসিকে দেশের প্রেসিডেন্টের অনুরোধ করার কোন ঘটনা ঘটেনি বলে জানা গেছে। বেনামী লিফলেটে প্রেসিডেন্টকে জড়িয়ে বক্তব্য প্রদানের ধৃষ্টতা দেখানো হয়। ধারণা করা হচ্ছে, বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত সাদা দলের শিক্ষকদের অন্তঃকোন্দলের সুযোগ নিয়ে তৃতীয় কোন পক্ষ এ লিফলেট ছড়াতে পারে। এর পাশাপাশি আইন বিভাগের আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিতর্কিত শিক্ষক শফিকুর রহমানের রঙিন পোস্টারে ভিসিকে জড়িয়ে প্রকাশিত বক্তব্য নিয়েও ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। সকলেই এ ব্যাপারে শফিকুর রহমানকে দায়ী করে তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শফিকুর রহমানের পোস্টারে ক্যাম্পাস ছেয়ে ফেলার ঘটনা ছাত্রছাত্রীদের হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

এদিকে বেনামী লিফলেটে প্রকাশিত বক্তব্যের ব্যাপারে সাদা দলের আহবায়ক প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় বর্তমান প্রশাসনের দক্ষতা, যোগ্যতা ও কার্যকারিতায় ঈর্ষান্বিত ও ভীত হয়ে মহলবিশেষ বিভিন্ন অপপ্রচার ও অপপ্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে। বিবৃতিতে লিফলেটের সকল বক্তব্যকে মিথ্যা হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে বিভিন্ন ফোরামে যে কোন বিষয়ে গণতান্ত্রিকভাবে মত প্রকাশের সুযোগ রয়েছে সেখানে দায়-দায়িত্বহীনভাবে বেনামী প্রচারপত্রের তথ্য ও বক্তব্যকে গুরুত্ব দেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। প্রচার মাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ধরনের বেনামী বক্তব্য ও বিবৃতির প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করার জন্য অনুরোধ করা হয়।